২০০ টাকার নোট আসছে মার্চে

আগামী বছরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাজারে আসছে ২০০ টাকার নোট। নতুন এ নোট বাজারে ছাড়বে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র জানিয়েছে, প্রথম বছরে স্মারক ও প্রচলিত বা নিয়মিত, এই দুই ধরনের ২০০ টাকার নোট থাকবে। দ্বিতীয় বছর থেকে বাজারে স্মারক নোট ছাড়া হবে না, নিয়মিত নোট থাকবে। নিয়মিত নোটেই শুধু লেনদেন করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম রোববার বলেন, আগামী মার্চে নতুন ২০০ টাকার নোট বাজারে আসবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় রাখতে এর আগে ৬ ধরনের স্মারক নোট তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই বহরে যুক্ত হচ্ছে ২০০ টাকার নোট। এ ছাড়া এই পর্যন্ত স্মারক মুদ্রা তৈরি করেছে ১২ ধরনের। অন্যদিকে লেনদেনের জন্য এখন পর্যন্ত বিভিন্ন মানের ৫২ ধরনের প্রচলিত নোট ও ১১ ধরনের মুদ্রা বাজারে আছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম নোট ছাপা হয়। ১৯৭২ সালের ২ জুন প্রথম বাজারে ছাড়া হয় ১০ টাকার নোট। এরপর ধীরে ধীরে বাজারে আসে ১, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট। এর প্রায় সবই বাজারে আসে ১৯৭২-৭৬ সালের মধ্যে। পরে ১৯৭৯ সালে ২০ টাকার নোট ও ১৯৮৮ সালে ২ টাকার নোট ছাড়া হয়। ২০০৮ সালে প্রথম বাজারে আসে ১০০০ টাকার নোট। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে বাজারে ছাড়া হয় ১, ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সা ও ১, ২, ৫ টাকার কয়েন। সূত্র: প্রথম আলো

মুজিবনগরে বিজয় দিবসের সকল

কর্মসূচি বয়কট করেছে সাংবাদিকরা

মুজিবনগরে বিজয় দিবস উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামীলীগের আগে মুজিবনগর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সৃৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করায় লাঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে উপজেলার সকল সাংবাদিকদের।

মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস সাংবাদিকদের সাথে শতশত জনতার সামনে আশালীন আচরণ করেন। এসময় তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের আগে ফুল দেয়ার সাহস তোদের কে দিয়েছে। এসময় সাংবাদিক শফি কিছূ বলতে চাইলে তিনি বলেন তুই কে? যদি ফুল দেওয়ার এতই ইচ্ছে থাকে তবে আওয়ামীলীগের ব্যানারে এসে ফুল দে।
আরো পড়ুন মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস পালন শুরু

ঘটনার বিষয়ে বিবৃতি দিয়ে মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স বলেন, যে কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে ফুল দেয়ার অধিকার আমাদের সকলের আছে। কিন্তু উপজেলা চেয়ারম্যান আমাদের সাথে এরকম আচরণ করায় আমরা সাংবাদিকরা লজ্জিত। যে কারণে আমাদের সহকর্মীদের সম্মান রক্ষার্থে বিজয় দিবসের সকল অনুষ্ঠান বয়কট করেছি।

আরো পড়ুন:মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস পালন শুরু

উল্লেক্ষ, আজ সোমবার সকালে বিজয় দিবস নিউজ সংগ্রহ করতে কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে সে লক্ষে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরে মুজিবনগর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়। সাথে সাথে উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস সাংবাদিকদের সাথে এ ধরণের অশালীন আচরণ করেন। এ ঘটনার পর থেকে বিজয় দিবসের সকল কর্মসূচি বয়কট করে মুজিবনগরের সাংবাদিকরা সকল কর্মসূচী বয়কট করে স্মৃতিসৌধে অবস্থান নেয়। আরো পড়ুন:আমঝুপিতে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

-মুজিবনগর অফিস

ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন ১৭ ডিসেম্বর

আগামী ১৭ ডিসেম্বের এই পাসপোর্ট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট দেওয়া হবে।
এরপর তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় এটি চালু হচ্ছে। দুই ক্যাটাগরির ই-পাসপোর্টে চার ধরনের ফি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি জরুরি ও অতি জরুরি ই-পাসপোর্ট থাকছে।
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডাসহ ১১৮টি দেশে ই-পাসপোর্ট চালু আছে। ১১৯ নম্বর দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনাল ইমিগ্রেশনে সাতটি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে। এই ই-গেট দিয়ে দ্রুততম সময়ে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। এনআইডি ও পাসপোর্ট অধিদফতরের সার্ভারের সঙ্গে ই-গেট সংযুক্ত থাকবে। সঠিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি ছাড়া এই গেট দিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানান, অনেক দিনের প্রত্যাশিত ই-পাসপোর্ট সেবা পেতে যাচ্ছেন নাগরিকরা। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। এদিন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট একটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, যাতে একটি ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ সংযুক্ত থাকবে। এই মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্টধারীর বায়োগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক (ছবি, আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি)

- নিজস্ব প্রতিবেদক

জেলা প্রশাসকের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

মাদক মামলায় ২ বছর জেল খাটার পর বের হওয়ার সময় নতুন রিক্সা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সিয়াম উদ্দিন। সিয়ামকে পুর্নবাসন করার জন্য মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি এই উদ্যোগ গ্রহন করেন।
গতকাল বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলগেটে তাকে ফুলের তোড়া এবং একটি নতুন রিক্সা তুলে দেয়া হয়। সিয়াম মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে।
স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মো: তৌফিক রহমান উপস্থিত থেকে সিয়ামের হাতে রিকশা তুলে দেন।
এ সময় জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের ফজলে রাব্বি, জেল সুপার এ কে এম কামরুজ্জামান, জেলার শরিফুল ইসলাম, ডেপুটি জেলার মাসুদ রানা, সিয়ামের পিতা সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের সেকেন্দার আলী সহ জেলখানা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে কারামুক্তির পর সিয়াম নতুন রিক্সা পেয়ে বলেন, জীবনে আর কোন দিন খারাপ কাজ করবো না।
উল্লেখ্যে, ৯ গ্রাম হেরোইন রাখার দায়ে ২০১৮ সালের ১১সেপ্টেম্বর আদালত সিয়ামকে ২ বছরের সশ্রম কারাদ- দেন। জেলখানায় ভালো আচরণ করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ তার ৩ মাস ২৪ দিন সাজা মওকুফ করেন। -নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে কুকুরের দুধ পান করছে ছাগলছানা

একটি ছাগল ছানা ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তার মা’র দুধ পান না করে প্রায় দশদিন ধরে একটি মা কুকুরের দুধ পান করে বড় হচ্ছে। এমনই একটি খবর এলাকায় চাঞ্চল্য সুষ্টি করেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বাজার পাড়ার মৃত আব্দুল বারির স্ত্রী ও হেমায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইসমতারার বাড়িতে।

জানাযায়, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের দিকে তার বাড়ির ছাগল দুটি ছাগল ছানা জন্ম হয়। দুটি ছাগল ছানার মধ্যে একটি ছাগল ছানা তার মায়ের দুধ পান না করলে বাড়ির লোকজন ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। পরে তারা লক্ষ করে বাড়িতেই পোষা নারী কুকুরের দুধ পান করছে। এই বিষয়টি নিয়ে বাড়ির লোকজনের সাথে প্রতিবেশিদেরও মাঝে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

তবে বর্তমানে ছাগলছানাটি কুকুরের দুধের পাশাপাশি তার মায়েরও দুধ পান করছে বলে জানিয়েছেন বাড়ির লোকজন।

- এ সিদ্দিকী শাহীন, গাংনী

নচিকেতা গাইবেন মাসুদ অরুণের লেখা বিএনপির রণ সংগীত!

ভারতের জনপ্রিয় বাংলা ভাষার সংগীতশিল্পী নচিকেতা বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের লেখা রণসংগীত গাইবেন । মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ নিজেই সোমবার এ তথ্য জানান।

মাসুদ অরুণ বলেন, জাতীয়তাবাদী দল আগামী দিনের আন্দোলন সফল করতে

রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নিয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরই রাজধানীতে রণসংগীতের ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন করা হবে বলেও তিনি জানান।

অরুণ জানান, রণসংগীতের শুরুটা হবে এভাবে, জাগো বাহে, জাগো বাহে, বাতাসে বারুদের গন্ধ, মিছিলের ডাক শুনতে কি পাও। শিগগিরই গানটি নচিকেতার কণ্ঠে রেকর্ড করা হবে। এখন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

অরুণ বলেন, যে রণসংগীত তৈরি করা হচ্ছে তা শুধু এখনই নয়। ভবিষ্যতে দেশে দেশে এ রণসংগীত মানুষকে উজ্জীবিত করবে। যেভাবে জিয়াউর রহমান দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। -নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টিসিবির সহযোগীতায় ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের খপ্পড়ে পড়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েই চলেছে। আমরা সরকারি ভাবে টিসিবির মাধ্যমে ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ১ম দফায় ১০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আনা হয়েছে। পরবর্তিতে আরো পেঁয়াজ আনা হবে। ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা শান্ত সুষ্ঠভাবে পেঁয়াজ কিনবেন। কেউ নিজের কাজ ফেলে পেঁয়াজ কিনতে আসবেন না। কাজ সেরে ধীরে সুস্থে আসবেন। আপনারা সকলেই এখান থেকে পেঁয়াজ কিনতে পারবেন। কেউ একবারে বেশি পেঁয়াজও কিনবেন না।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুরে যেসকল টিসিবির ডিলার আছেন । তারা পেঁয়াজ আনতে আগ্রহ প্রকাশ না করায় তাদের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

-এস এ সাদিক খান,মেহেরপুর

শীতেও পর্যাপ্ত পানি পান করুন

শীতে পানির পিপাসা কম লাগার কারণে আমরা অনেক সময় পানি খাওয়া কমিয়ে দেই।ফলে শরীরের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হতে পারে। শীতের সময়ে ঘাম হয়ে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া কমে যায়। এ সময় পানি খুব একটা খাওয়া হয় না।তাই শরীরে পানির ঘাটতি হলেও অনেকে বুঝতে পারেন না।

মানবদেহের ৭৫ ভাগই পানি। খাবার ছাড়া কয়েক দিন কাটাতে পারলেও পানি না খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। শারীরিক জটিলতা কিন্তু তাই পানির ঘাটতিতে থেমে থাকে না।তাই অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করতে হবে।

যে সব লক্ষণে বুঝবেন শরীরে পানির ঘাটতি-

১. শরীরে পানির অভাব দেখা দিলে মাথা যন্ত্রণা, মাইগ্রেন বা চোখের সমস্যা হতে পারে। হঠাৎ মাথা ধরলে বুঝবেন পানি খাওয়া প্রয়োজন।

২. শীতে অসুস্থ হলে শুধু ওষুধে ভরসা রাখবেন না। তার সঙ্গে চেষ্টা করুন পানির পরিমাণও বাড়াতে।

৩. শরীরের টক্সিন ও ব্যাকটিরিয়াকে শরীর থেকে বের করে দেয় পানি। কম পানি খেলে সে সব ভালো করে বেরুতে পারে না। ফলে শরীর দুর্বল হতে থাকে।

৪. মূত্রের মাধ্যমে শরীরের অনেকটা টক্সিন বেরিয়ে যায়। কিন্তু পানি কম খেতে থাকলে শরীর তার পর্যাপ্ত টক্সিন বয়ে নিয়ে যাওয়ার

উপকরণ পায় না। তাই মূত্র কম তো হয়ই, সঙ্গে তাতে জ্বালাভাবও থাকে।

৫. পানি কম খেলে কোলন বর্জ্য জমা করার সময় মল থেকেও পানিটুকু শুষে নেবে। ফলে মল কঠিন হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে।

৬. খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই আবার খিদে পেয়েছে বুঝলে আর বারবার এমন হতে থাকলে জোর দিন পানি খাওয়ায়।

৭. শরীরে টক্সিন জমলে অবধারিতভাবে তা ত্বককে নিষ্প্রাণ করে তুলবে।বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে নিয়মিত পানি পান করুন।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

পেঁয়াজের দাম বাড়ায় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

পেঁয়াজের দাম বাড়তে বাড়তে এবার তা ভারতের কোথাও কোথাও ২০০ রুপি ছুঁতে চলেছে। পেঁয়াজ ইস্যুতে সরকারবিরোধীদের আক্রমণের মুখে অস্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার সেই ঝাঁজ গড়িয়েছে আদালতে।

ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাশ পাসোয়ানের বিরুদ্ধে বিহারের এক আদালতে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছে। এতে খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ‘প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার’ অভিযোগ আনা হয়েছে।

মুজ্জাফ্ফরপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলাটি করেছেন এম রাজু নায়ার নামে এক সমাজকর্মী।

নায়ার নামে সেই মামলাকারী বলেন, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করা রামবিলাশ পাসোয়ানের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন মোদী সরকারের এই মন্ত্রী। এ কারণে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

আগামী ১২ ডিসেম্বর মামলার শুনানির দিন স্থির করেছেন বিচারক মৌর্য কান্ত তিওয়ারি। এদিকে কলকাতায় পেঁয়াজের দাম উঠছে কেজি-প্রতি ১২০ থেকে ১৩০ রুপি।

সূত্র : এই সময়

ডিসেম্বরেই চালু ই-পাসপোর্ট

চলতি ডিসেম্বরেই শুরু হতে যাচ্ছে ই-পাসপোর্টের (ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট) কার্যক্রম। এরই মধ্যে তিন ধরনের ফির বিধান রেখে ই-পাসপোর্টের ফি নির্ধারণ করেছে সরকার। ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়ন করতে হবে না। এমনকি ছবি সংযোজন ও তা সত্যায়ন করারও দরকার হবে না। তবে পাসপোর্ট পেতে থাকতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি।

ই-পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যা, মেয়াদকাল, বিতরণের ধরন অনুসারে ভ্যাট ছাড়া সর্বনিম্ন ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ফি ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্টের জরুরি ফি ভ্যাটসহ তিন হাজার ৪৫০ টাকা এবং অতি জরুরি ফি ভ্যাটসহ ছয় হাজার ৯০০ টাকা।

ই-পাসপোর্ট চালুর সব কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। সময় নির্ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়েই তারিখ নির্ধারণ করা হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ার কথা ছিল গত জুলাই মাসে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই বর্তমানে প্রচলিত মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) বই সংকট দেখা দেয়। ফলে সারা দেশে জরুরি পাসপোর্ট পেতেও বিলম্ব হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার জরুরি ভিত্তিতে বিদেশ থেকে পাসপোর্ট বই সংগ্রহ করেছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগন অনুবিভাগ) মোহাম্মদ আজহারুল হক কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন। সেগুলো দিয়ে এখনো এমআরপির কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, ডিসেম্বর মাসে ই-পাসপোর্ট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের তারিখ যেদিন পাওয়া যাবে সেদিনই উদ্বোধন করা হবে। আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট ও এমআরপি দুটিই চালু থাকবে। নাগরিকরা যে ধরনের পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবে, তাদের সেই পাসপোর্টই সরবরাহ করা হবে।

ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে চার হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। এ পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে অনেক আগেই। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় ই-পাসপোর্ট চালু হতে যাচ্ছে।

ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে পাঁচ ও ১০ বছর। পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যাও হবে দুই ধরনের, ৪৮ ও ৬৪ পৃষ্ঠা। নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বিতরণের পদ্ধতি তিন ধরনের—সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক থাকলে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে। জরুরিভাবে পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য ঠিক থাকলে সাত কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে। অতি জরুরি পাসপোর্ট ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনকারীকে নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ করে আবশ্যিকভাবে আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে। তবে পুরনো অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি পাসপোর্ট দুই দিনে, জরুরি পাসপোর্ট তিন দিনে এবং সাধারণ পাসপোর্ট সাত দিনের মধ্যে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে আবেদনকারীদের জন্য ৪৮ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা। এ ছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি সাত হাজার টাকা, জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১২ হাজার টাকা।

ই-পাসপোর্ট করতে যা লাগবে: ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (বিআরসি) অনুযায়ী। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী, যার জাতীয়

পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, তার মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
সুত্র-কালের কণ্ঠ